১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ

বক্তৃতা নং-১

সম্মানিত দর্শকবৃন্দ,

ভারতের স্বাধীনতা দিবসের এই শুভ উপলক্ষ্যে, আমরা স্বাধীনতার চেতনা এবং অসাধারণ যাত্রা উদযাপন করতে সমবেত হই যা আমাদের ইতিহাসের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। 76 বছর আগে, 1947 সালের 15 আগস্ট, আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের শিকল ভেঙে একটি সার্বভৌম জাতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলাম, একটি নতুন যুগের সূচনা করে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অগণিত নর-নারীর সাহস, সংকল্প এবং আত্মত্যাগের প্রমাণ ছিল যারা স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতের স্বপ্নের জন্য নিরলসভাবে লড়াই করেছিল। আজ, আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু,

Pamotbook.com

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সুভাষ চন্দ্র বসু এবং আরও অনেক নেতাদের যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সেই ঐতিহাসিক দিন থেকে, ভারত তার প্রগতি ও উন্নয়নের যাত্রায় অনেক দূর এগিয়েছে। আমরা অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি, তবুও আমরা সবসময়ই এক জাতি, এক জনগণ হিসেবে শক্তিশালী, আরও স্থিতিস্থাপক এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হয়েছি। আমাদের গণতন্ত্র, বিশ্বের বৃহত্তম, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক বছর ধরে, ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। আমাদের অর্থনীতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং আমরা একটি বৈশ্বিক পাওয়ার হাউস হয়েছি, বিনিয়োগ আকর্ষণ করছি এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। বিশ্ব ভারতকে একটি প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যময় জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমাদের অগ্রগতি অসাধারণ। আমরা চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহে মিশন সহ মহাকাশ অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাখায় জ্ঞানের সীমানাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রকৌশলী, গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা আমাদের জাতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রেখেছেন এবং তাদের কাজ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

শিক্ষা আমাদের উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। আমরা সকলের জন্য সাক্ষরতার গুরুত্ব এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার অ্যাক্সেসের উপর জোর দিয়েছি, প্রতিটি শিশুর তাদের স্বপ্ন অনুসরণ করার এবং আমাদের দেশের বৃদ্ধিতে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে তা নিশ্চিত করে। আমাদের তরুণ মন আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, এবং আমাদের অবশ্যই তাদের সম্ভাবনাকে লালন করতে হবে এবং আগামী দিনের নেতা হতে তাদের ক্ষমতায়িত করতে হবে।

Parrotbook.com

আমরা যখন আমাদের অর্জনগুলি উদযাপন করি, তখন আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে অনেক কাজ করা বাকি আছে। আমরা এখনও দারিদ্র্য, অসমতা এবং সামাজিক বিভাজনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি। উন্নয়নের ফল যাতে আমাদের মহান জাতির প্রতিটি কোণায় পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে এবং এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে, আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি ভাল ভবিষ্যত সুরক্ষিত করি।

এই স্বাধীনতা দিবসে, আসুন আমরা ন্যায়বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তির আদর্শের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি। আসুন আমাদের বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করি এবং সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার পরিবেশ গড়ে তুলি। আমাদের ঐক্যই আমাদের শক্তি, এবং একসাথে, আমরা আমাদের পথে যে কোনও বাধা অতিক্রম করতে পারি।

আমি সকল নাগরিককে আমাদের দেশের অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখার আহ্বান জানাই। একটি শক্তিশালী, আরও সমৃদ্ধ এবং সহানুভূতিশীল ভারত গড়তে আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের স্বপ্নের ভারত গড়তে জাত, গোষ্ঠী এবং ধর্মের বাধা অতিক্রম করে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি।

আমাদের পতাকার তেরঙা যেন আরও উঁচুতে উড়তে থাকে, কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করে। আসুন আমরা ভারতকে বিশ্বের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির আলোকবর্তিকা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা করি।

Panotbook.com

জয় হিন্দ! শুভ স্বাধীনতা দিবস!

বক্তৃতা নং 2

সবাইকে শুভ সকাল!

আজ আমরা সবাই এখানে এসেছি একটি স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করার এবং আমাদের দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার জন্য আমাদের বিশেষাধিকারকে স্বীকার করতে।

আমাদের 1947 সালের আগে জন্মগ্রহণকারীদেরকে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে দাসত্বের যন্ত্রণার যন্ত্রণা জানতে চাইতে হবে। সেই সময়ে প্রতিটি ভারতীয়র জন্য, সেই শক্তিশালী দৈত্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ ছিল - ব্রিটিশদের।

সেই কঠিন সময় এবং সংগ্রামগুলিকে আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

তাই, প্রতিটি স্বাধীনতা দিবসে, আমরা কেবল আমাদের স্বাধীনতা উদযাপনই করি না, আমরা যারা এর জন্য লড়াই করেছিলেন, যারা আমাদের দেশের জন্য একটি স্বপ্ন রেখেছিলেন এবং যারা এর জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানাই।

একটি স্বাধীন জাতি হওয়ার ধারণা, যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা আমাদের ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য আমাদের সাথে রয়েছে, আমাদের কাঁধে একটি বিশাল দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়।

এর সুন্দর গল্পের তাৎপর্য এই যে, এই জাতি তার নির্বাচিত গণতান্ত্রিক পথের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে সম্মান অর্জন করেছে। আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে ভারত তার 10000 বছরের ইতিহাসে কখনও কোনো দেশে আক্রমণ করেনি।

এই উপলক্ষ্যে, আমাদের চিন্তাভাবনা প্রথমে আসে মহাত্মা গান্ধীর দিকে, যিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্যে ছিলেন এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বোত্তম আত্মত্যাগকারী শহীদদের কথা।

Parotbook.com

আমরা আমাদের মহান দেশপ্রেমিকদের নিরলস সংগ্রামের কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যারা আমাদের মাতৃভূমিকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

গান্ধীজী বিদেশী শাসন এবং দেশীয় সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন যা আমাদের সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে বন্দী করে রেখেছিল।

প্রতিটি ভারতীয় আত্মবিশ্বাসের পথে পরিচালিত হয়েছিল এবং একটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য আশা করেছিল। গণতন্ত্র আমাদের দেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার দেয়।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দূরদৃষ্টি ও আত্মত্যাগের কারণে আজ আমরা এক দেশে থাকার সৌভাগ্য পেয়েছি।

রাজপথে নতুন দিল্লিতে প্রতি বছর একটি বড় উদযাপন হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী পতাকা উত্তোলনের পরে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।

এছাড়াও, জাতীয় সঙ্গীতের সাথে 21টি বন্দুক ছুড়ে জাতীয় পতাকাকে স্যালুট দেওয়া হয় এবং হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ফুলও বর্ষণ করা হয়। সকল বাহিনী কুচকাওয়াজে অংশ নেয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি না যে ১৫ই আগস্ট শুধু স্বাধীনতার কথা।

এই দিনটি আবেগের আধিক্য, এটি আমাদের দাসত্বের বেদনার কথা মনে করিয়ে দেয়; ঐক্যের শক্তি; এটি আত্মত্যাগকে সংজ্ঞায়িত করে, এটি আমাদের একটি উদাহরণ দেয় যে কিছু যুদ্ধ অহিংসা দিয়ে জয় করা যায় এবং সব কিছুর মধ্যে এটি আমাদের মূল্যবান করে তোলে এবং আমাদের আজকের স্বাধীনতাকে লালন করে।

এদেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো আন্তরিকতার সাথে আমাদের দায়িত্ব পালন করা এবং আমাদের দেশের উন্নতি ও উন্নয়নের জন্য একসাথে অগ্রসর হওয়া।

আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের কথা মাথায় রেখে আমাদের শপথ নেওয়া উচিত, আমাদের মাতৃভূমির জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত তৈরি করার।

বক্তৃতা নং 3

Pandbook.com

এখানে 15 আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণের খসড়া রয়েছে:

আমার ভারতীয় সহকর্মীরা,

আজ আমরা গর্বিত জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি। ১৯৪৭ সালের এই দিনে আমাদের দেশ ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনে প্রায় দুইশত বছরের নিপীড়ন ও অবিচারের পর আমাদের মহান মুক্তিযোদ্ধাদের অগণিত আত্মত্যাগের ফলে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, রয়্যাল ইন্ডিয়ান নৌবাহিনীর বিদ্রোহ এবং আরও অনেক সাহসিকতা ও বিদ্রোহের জন্য, ভারতের সকল স্তরের ভারতীয়রা ভারতকে স্বাধীন করার জন্য একটি অভিন্ন মিশনের অধীনে একত্রিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতিসত্তার উদযাপন। এটি আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা, যারা ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছিলেন যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রকে নির্দেশ করে। এই দিনে, আমরা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতো নেতাদের স্মরণ করি, যাঁর বিখ্যাত বাণী, "যখন বিশ্ব ঘুমায়, ভারত জীবন ও স্বাধীনতার জন্য জাগবে," মধ্যরাতে ভারতীয়দের হৃদয়ে আশা জাগিয়েছিল।

1947 সাল থেকে ভারত অনেক দূর এগিয়েছে। আমরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি করেছি। আমাদের নাগরিকরা খেলাধুলা থেকে শুরু করে ওষুধ এবং মহাকাশ অনুসন্ধান পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দক্ষতা অর্জন করছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগটি বিশ্বব্যাপী ভারতীয় ব্র্যান্ডের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রচার করছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রচারাভিযান সাধারণ ভারতীয়দের জন্য প্রযুক্তির অ্যাক্সেস উন্নত করছে। স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের লক্ষ্য 2022 সালের মধ্যে 400 মিলিয়নেরও বেশি লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

কিন্তু স্বাধীনতার লড়াই এখনো শেষ হয়নি। আমাদের সংবিধানের আদর্শে সত্যিকারভাবে বেঁচে থাকার জন্য এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজকে জর্জরিত করছে। এই স্বাধীনতা দিবসে, আসুন আমরা ঐক্য, উত্সর্গ এবং দেশপ্রেমের একই চেতনায় এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার সংকল্প করি যা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করেছিল।

Pantbook.com

আমরা যখন একটি মহান জাতির জন্ম উদযাপন করি, তখন আসুন আমরা একটি ন্যায়, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রগতিশীল সমাজ গঠনের প্রতি আমাদের কর্তব্য মনে করি। আমাদের বৈচিত্র্যই আমাদের শক্তি। ভারতের অগ্রগতিতে আমাদের সকল সম্প্রদায়, বর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা এবং ধর্মের অবদানকে সম্মান করা উচিত। আসুন আমরা ভারত মাতার সেবা করার প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করি।

জয় হিন্দ! আমি তোমাকে সালাম, মা!

বক্তৃতা নং 4

আমার ভারতীয় সহকর্মীরা,

আজ, আমাদের 77 তম স্বাধীনতা দিবসে, যখন তেরঙ্গা উঁচুতে উড়ে যায় এবং আমরা আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের সুরেলো পরিবেশন শুনি, আমাদের হৃদয় আমাদের মহান জাতির প্রতি ভালবাসা এবং গর্বে ভরে যায়। দীর্ঘ নিরলস স্বাধীনতা সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৪৭ সালের এই দিনে আমরা ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছি।

আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি আমাদের সাহসী হৃদয়কে যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যাতে আগামী প্রজন্ম একটি স্বাধীন ভারতে বাস করতে পারে। ভগৎ সিং-এর মতো দেশপ্রেমিক, যিনি ঠোঁটে 'ভারত কি জয়' লিখে ফাঁসে চুমু খেয়েছিলেন। রানী লক্ষ্মী বাইয়ের মতো নির্ভীক যোদ্ধা, যিনি তার শিশু পুত্রকে পিঠে বেঁধে ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। চম্পারণের দরিদ্র কৃষকরা নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে গান্ধীজির সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় রাস্তায় নেমে আসা লোকেরা অদম্য সাহসিকতার সাথে গুলি ও লাঠির মুখোমুখি হয়েছিল। তাদের আত্মত্যাগ আমাদেরকে তাদের স্বপ্নের ভারত গড়তে অনুপ্রাণিত করে।

স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয়তাবাদ, আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার উদযাপন। তবে এটি প্রতিফলন এবং আত্মদর্শনেরও একটি সময়। কারণ এখনও লক্ষ লক্ষ আমাদের সহভারতীয়রা রয়েছেন যারা ঔপনিবেশিক শাসনের দিনগুলির থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। দারিদ্র্যের কারণে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে, অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে শিশুরা, বেকারত্বের সাথে লড়াই করছে যুবক এবং নারীরা সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়িত মর্যাদা ও সমান অধিকারের জন্য লড়াই

Pandibook.com

করছে। আসুন আমরা এই দিনে শপথ নিই ভারতকে এই ধরনের অপশক্তি থেকে মুক্ত করার।

আমরা যেমন গর্বের সাথে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাই, আসুন আমরা সত্যিকার অর্থে এর ঐক্য ও ন্যায়ের চেতনা ধারণ করি। আসুন আমরা ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী এবং ভাষার ব্যবধান দূর করি যা আমাদের বিভিক্ত করে। আসুন আমরা আমাদের সংবিধান দ্বারা বপন করা সম্প্রীতি, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের বীজকে লালন করি। আসুন আমরা আমাদের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতকে সবার জন্য সুযোগ, সমৃদ্ধি এবং স্বাধীনতার দেশে রূপান্তরিত করতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি।

জয় হিন্দ!

Speech No.5

প্রিয় সভ্যগণ,

সকল সভ্যগণ এবং সম্মানিত অতিথিগণ,

আমি আজ আপনাদের সম্মুখে খাড়া হয়েছি এই মুক্তিদিবসে, মানবতা, স্বাধীনতা এবং একতা উদ্বেগে দিয়ে জুড়ে ভাষণ করতে। মুক্তিদিবস একটি অপূর্ব উৎসব, যা আমাদের বিশেষ এবং স্মরণীয় দিনে রূপান্তরিত করে।

আজ আমরা ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালের এই দিনে অভূতপূর্ব সাহস, সঙ্গঠনশীলতা এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্বে অংশ নেওয়া নাগরিকদের প্রতি আমরা অনুগ্রহপূর্বক বান্ধব প্রণাম জানাই।

আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য বিপ্লবে একাগ্রতা দেখিয়েছি, এবং অনেকে বিপন্ন সময়েও অক্ষোভ্য আত্ম-বিশ্বাস ধরিয়ে দিয়েছি। আমাদের প্রবল ইচ্ছা, একতা, এবং সম্মান আমাদেরকে অবিচলিত করে আগামীতে আরো সমৃদ্ধ বিশ্বের প্রত্যাশা করতে।

Parrotbook.com

স্বাধীনতা দিবস একটি বিশেষ দিন, যা আমাদের মনে তাজা এবং পুনঃস্মরণীয় বিচার করে। এই দিনে আমরা আমাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা জানাই যে, আমরা শক্তিশালী হয়ে দৃঢ়ভাবে মহাবিপ্লবের স্বপ্ন পূরণ করবো এবং প্রয়াস করবো বাংলাদেশকে একটি উন্নত এবং সমৃদ্ধ দেশে করার জন্য।

সবাইকে আমার ভালোবাসা, আমার বাংলাদেশের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আমাদের মুক্তিদিবসের শুভকামনা।

জয় বাংলা! জয় বাংলাদেশ!

ধন্যবাদ সবাইকে।

[স্বাক্ষর সহ]

[আপনার নাম]

Panotbook.com